PAVE Newsletter

Peace Ambassadors' Response to COVID-19 Outbreak

রামুতে পিএফজি সদস্যদের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে ফলো-আপ মিটিং অনুষ্ঠিত।- মুহাম্মদ আব্দুর রব খাঁন, কক্সবাজার।

করোনা মহামারীর ভয়াভহ পরিস্থিতি ও টানা লকডাউনের কারণে সমগ্র দেশ যখন স্থবির হয়ে পড়েছে, ঠিক তখনই কক্সবাজারের রামু উপজেলার পিএফজি সদস্যরা করোনা কালীন সময়ে তাদের করণীয় ঠিক করার জন্য ১২ জুলাই, ২০২০ তারিখে জরুরী ফলো-আপ মিটিংয়ে বসেন। রামু উপজেলা অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত এই ফলো-আপ মিটিংয়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, রামু বাসীর কল্যাণে কিছু করার তাগিদে এদিন পিএফজি সদস্যরা রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে ও করোনা আতঙ্ককে দূরে ঠেলে এক টেবিলে বসে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন। রামু পিএফজির কো-অর্ডিনেটর ও উক্ত উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান সালাহ উদ্দিনের স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে যথাসময়ে উক্ত সভার কার্যক্রম শুরু হয়। এসময় তিনি উপস্থিত পিএফজি সদস্যদের সামনে বিগত দিনের পিএফজির বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ তুলে ধরেন। এরপর করোনা পরিস্থিতির আলোকে সভায় বক্তব্য প্রদান করেন সম্মানীত পিস এ্যাম্বাসেডর ও রামু উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সামশুল আলম মন্ডল। এসময় তিনি বলেন, করোনা মহামারীর কারণে সমগ্র মানবজাতি আজ অস্তিত্বের সঙ্কটে। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত কক্সবাজারের প্রতিটি উপজেলার আনাছে-কানাছে এ ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে। রামু উপজেলাতেও দিন দিন এ ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এমতাবস্থায় আমাদের রাজনীতিবিদদের ঘরে বসে না থেকে জনগণকে রক্ষা করার জন্য

সর্ব্বোচ্চ চেষ্টা করা উচিত। অন্যদিকে, সভায় করোনা আক্রান্ত রোগীদের পাশে দাঁড়ানোর বিষয়ে বক্তব্য দেন পিস এ্যাম্বাসেডর ও উক্ত উপজেলা সুজনের সদস্য হোসনে আরা বেগম। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যাচ্ছে, করোনা

ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী ও তার পরিবারকে সামাজিক ভাবে একঘরে করে ফেলা হচ্ছে। আবার কখনো কখনো দেখা যায় আক্রান্ত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরাও তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করছে এবং বাড়ী থেকে বের করে দিচ্ছে। যার কারণে দেখা যাচ্ছে কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত রোগীরা প্রতিনিয়ত সামাজিক বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। এমতাবস্থায় পিএফজি সদস্য হিসেবে

THE HUNGER PROJECT

The Hunger Project
House: 2/2 (4th Floor), Block- A, Mirpur Road, Mohammadpur, Dhaka- 1207
Phone: +88 (02) 9130479, 9146271; Fax: +88 (02) 9146195; web: www.thpb.org; www.thpbd.org

আমাদের রাজনীতিবিদদের সম্মিলিতভাবে এই বঞ্চনা দূর করার বিষয়ে সামাজিক আন্দোলন শুরু করতে হবে এবং জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের জন্য মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। পরবর্তীতে অন্যান্য পিএফজি সদস্যরা রামুর সার্বিক করোনা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন এবং করোনা মহামারী থেকে বাঁচার উপায় হিসেবে সমগ্র রামুতে সচেতনতামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। আর এ ধরণের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ১৪ ও ১৫ জুলাই সমগ্র রামুতে করোনা বিষয়ক সচেতনতামূলক মাইকিং করা এবং ১৭ জুলাই মাস্ক বিতরণের বিষয়ে উক্ত মিটিংয়ে পিএফজি সদস্যরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, সম্পূর্ণরূপে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার মাধ্যমে সভাটি অনুষ্ঠিত হয় এবং উপস্থিত সদস্যদের সকলেই স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী পরিধান করেন।

করোনা প্রতিরোধে বাগেরহাট সদর উপজেলা পিএফজির ঈদ জামাতে ব্যতিক্রমী প্রচারণা। - মাহবুব হোসেন, বাগেরহাট।

'স্বাস্থ্যবিধি পালন করি, করোনামুক্ত মহল্লা গড়ি' এ স্লোগানকে সামনে রেখে বাগেরহাট সদর উপজেলা সর্বদলীয় সম্প্রীতি ফোরামের (পিএফজি) উদ্যোগে করোনা প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত জুলাই, ২০ থেকে শুরু হয়েছে বিভিন্ন ধরণের প্রচারণা কার্যক্রম। উল্লেখিত কার্যক্রমের একটি অংশ হিসেবে পবিত্র ঈদ-উল-আযহার দিনে বাগেরহাটের প্রসিদ্ধ আলিয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গনেও সচেতনতামূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা হয়। এদিন করোনা প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে ঈদের

জামাতে আগত মুসল্লিদের মাস্ক পরিধানের জন্য সচেতন করা হয়। বাগেরহাট সদর উপজেলা 'সর্বদলীয় সম্প্রীতি ফোরাম (পিএফজি)' এবং 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ' এর যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত প্রচারণায় করোনা প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে সামাজিক দূরত্ব পালন করে ঈদের জামাতে অংশ নিতে আগত মুসল্লিদের অনুরোধ করা হয়। এছাড়াও মাস্কবিহীন মুসল্লিদের মধ্যে সৌজন্যমূলক ২৫০ টি মাস্ক বিতরণ করা হয়। বাগেরহাটের অন্যতম বৃহৎ এ ঈদ জামাতে আগত সকল শ্রেণী পেশার মানুষের কাছে পিএফজি সদস্যদের এ উদ্যোগটি দারুন প্রশংসিত ও সমাদৃত হয়। এসময় উক্ত উপজেলা পিএফজির পিস এ্যাম্বাসেডর এস কে আব্দুল হাসিব বলেন, করোনা কালীন সময়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের সহায়তায় আমরা সর্বদলীয় সম্প্রীতি ফোরামের পক্ষ থেকে নানা ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। পদক্ষেপ গুলোর আলোকে ইতোমধ্যে বাগেরহাট সদর উপজেলার কাড়াপাড়া ও ষাটগম্বুজ ইউনিয়ন, শরণখোলা উপজেলার রায়েন্দা ও সাউথখালী ইউনিয়ন, মংলা উপজেলার পৌরসভাসহ চিলা, সুন্দরবন, বুড়িরডাঙ্গা, মিঠাখালী ইত্যাদি ইউনিয়নে মাইকিং, মাস্ক, সাবান ও সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে আমরা লক্ষ্য করেছি, লোকজন নামাজ পড়তে আসার সময় কখনো অনিচ্ছায় বা ভুলে আবার কখনো কখনো ইচ্ছা করেই মাস্ক ছাড়া চলে আসে। আর তাই আজ পবিত্র ঈদের দিনে সকলকে নিরাপদ রাখতে এবং আরো বেশি সচেতন করতে আমাদের এই প্রচেষ্টা। এর মাধ্যমে যদি দশজন মানুষও সচেতন হয়, তবে আমাদের এই প্রচেষ্টা সফল হবে বলে আমি মনে করি। এসময় পিএফজি সদস্যগণ ছাড়াও প্রায় পাঁচশত মুসল্লি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যবৃন্দ এবং হাঙ্গার প্রজেক্ট এর কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কার্যক্রমটি বাস্তবায়নে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের এসপিএল প্রজেক্ট হতে পিএফজি সদস্যদের সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।